

স্বাধীনতা-উত্তর সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে : অর্থমন্ত্রী

৪৯১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট ৩৭১ কোটি টাকার নতুন কর

১। সংসদ রিপোর্ট ১।
১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরের জন্য ৪৯১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট গতকাল জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পেশ করা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত ৪১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হচ্ছে ৩৭১ কোটি ১৯ লাখ টাকা। কর

বহির্ভূত অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ ৪৫ কোটি ২১ লাখ টাকা।
নতুন জাতীয় বাজেটে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান কর, শুল্ক, ফিস ও ন্যাসনের ভিত্তিতে আদায় প্রদানো হয়েছে ৪৯১৫ কোটি টাকা। আর-বায় হিসেব করে রাজস্ব উৎসের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৩৪ কোটি টাকা।
আগামী অর্থবছরে বাণিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় করা হয়েছে

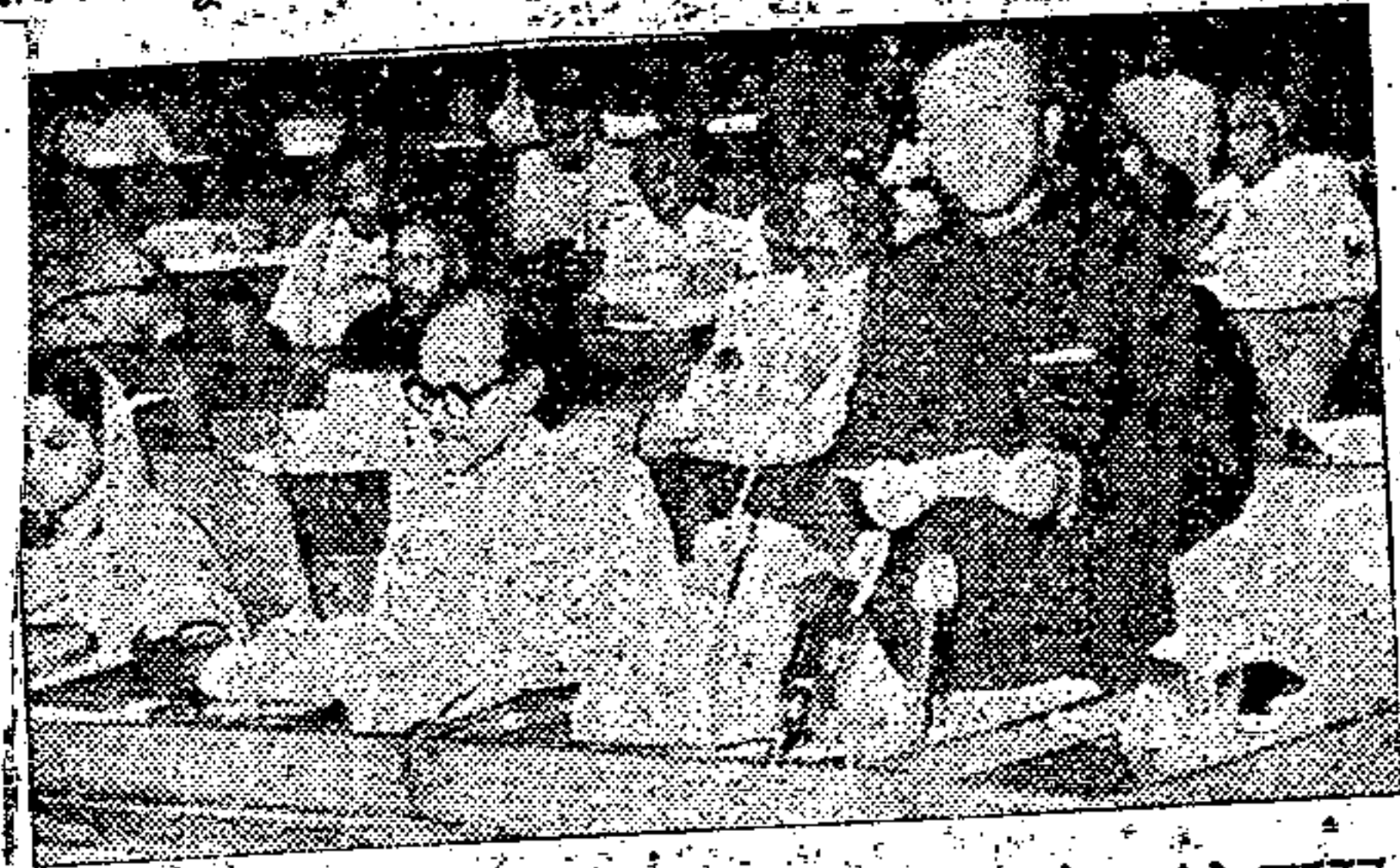
৫০৪৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে প্রকৃত প্রাপ্তি ৪৩০৪ কোটি টাকা ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংস্থানের পরিমাণ ৩২৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। আভ্যন্তরীণ অর্থ সংস্থানে ঘটিত হয়েছে ৪১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা। নতুন কর ও রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে এই ঘটিত পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা

৮৫ শতাংশ।
গতকাল বিকেলে অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান আগামী ৮৭-৮৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ও ৮৬-৮৭ সালের সংশোধিত বাজেট

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ ৪, ৫, ৬ ও ৭-এর পাতায়।

সংসদে পেশ করেন। স্পীকার শানমুল হুদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের সময় বিশিষ্ট দর্শক গ্যালারীতে পদস্থ সামরিক-বেমানরিক কর্মকর্তা ও বিদেশী কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, জাতীয় আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যমাত্রার দিকে সন্তোষজনক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে কর আদায় বৃদ্ধি করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংস্থান বৃদ্ধির যিশুখী স্বপ্ন রবেছে—একদিকে যেমন বিনিয়োগ



অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করেন।

কর খাতে নোট অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ে ৬৫ কোটি টাকা ভূমি উন্নয়ন কর খাতে অতিরিক্ত আদায় হবে ২৩ কোটি টাকা, বিদেশ ভ্রমণ কর বাবদ ১০ কোটি টাকা ও ট্যাক্স শুল্ক বাবদ আরো ১০ কোটি টাকা আদায় হবে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতে রেল ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত ২৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা, শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা, সড়ক পরিবহন খাত থেকে ৪ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ও স্বাস্থ্য খাতে ১২ কোটি ১১ লাখ টাকা অতিরিক্ত আয় হবে বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্য প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, ১৯৮৭-৮৮ সালেও বৈদেশিক সাহায্য আদায়ের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক সাহায্য পরিস্থিতি একটি অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। নমনীয় গর্তে সাহায্যের পরিমাণ কোন কোন দাড়া দেশ অপরিবর্তিত রাখলেও সাবিক ভাবে নিম্নমুখী। এরূপ সাহায্য ক্রমেই আরও শর্তযুক্ত হচ্ছে।

১৯৮৬-৮৭ সালের সংশোধিত বাজেট অর্থমন্ত্রী ৮৬-৮৭ সালের বাজেট সম্পর্কে বলেন, এই বাজেটের মূল রাজস্ব প্রাপ্তি করা হয়েছিল ৪৮৪০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এটা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াবে ৪৭১৭ কোটি টাকায়। এই বছরের বাণিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিমাণ ছিল ৪৭৬৪ কোটি টাকা। সংশোধিত বাণিক উন্নয়ন কর্মসূচীর